



65875 - কোন নারী রমযান মাসে রান্নাবান্নায় থেকে সময়ক কভাবে কাজে লাগতে পারেন?

প্রশ্ন

আমি জানতে আগ্রহী মর্যাদাপূর্ণ রমযান মাসে বেশি নিকেই হাছলি করার জন্য কোন আমল করা মুস্তাহাব... যকিরি-আযকার, ইবাদত-বন্দগী, মুস্তাহাব বসিয়াবলি। আমি যগুলো জানি: তারাবীর নামায পড়া, বেশি বেশি কুরআন তলোওয়াত করা, বেশি বেশি ইস্তগিফার করা, কয়ামুল লাইল পড়া...। কিন্তু আমি এমন কিছু কথা জানতে চাই যগুলো আমি প্রতিদিন আওড়তে পারব; যখন আমি রান্নাবান্নায় কথিবা পারবিরকি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকব তখন। আমি নিকেই লাভের সুযোগ নষ্ট করতে চাই না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই মহান মাসে নিকে আমল ও ভাল কাজের প্রতি এই আগ্রহের জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দনি।

আপনি যে নিকে আমলগুলোর কথা উল্লেখ করছেন সেগুলোর সাথে আরও যে সব আমল যোগ করা যতে পারে: দান করা, খাবার খাওয়ানো, উমরা করতে যাওয়া, যার সুযোগ আছে ইতকিফ করা।

আর কাজ করার সময় যে কথাগুলো আওড়ানো যতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলা। ইস্তগিফার করা, দোয়া করা, মুয়াজ্জনিরে আযানের জবাব দোয়া। আপনার জিহ্বা যনে আল্লাহর যকিরি দিয়ে সতজে থাকে। সামান্য কিছু কথা উচ্চারণ করে মহা সওয়াব প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ করুন। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা একটি দান, প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলা একটি দান, প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলা একটি দান, প্রতিবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা একটি দান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "প্রত্যেকে হাড় (নরিপদে) ভোর করায় সদকা করা আবশ্যিক। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা একটি দান। প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলা একটি দান। প্রতিবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি দান। প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলা একটি দান। সৎ কাজের আদেশে দোয়া একটি দান। অসৎ কাজের নষিধে করা একটি দান। দুই রাকাত সালাতুদ দোহা (চাশতের নামায) পড়লে এ সবকিছুর বদলে যথেষ্ট হয়ে যাবে।"[সহিহ মুসলিম (৭২০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "দুটো বাণী উচ্চারণে হালকা, মযিনে ভারী এবং আর-রহমানের কাছে প্রিয়:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(সুবহানাল্লাহি ওয়াবিস্‌হামদহি, সুবহানাল্লাহলি আযীম)।"[সহিহ বুখারী (৬৬৮২) ও সহিহ মুসলিমি (২৬৮৪)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যবে ব্যক্তি বলবে:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

(সুবহানাল্লাহি আযীম ওয়াবিস্‌হামদহি) তার জন্য জান্নাতবে একটি খরজুর বৃক্ষ রূপেণ করা হবে।"[সুনানে তরিমযিহি (৩৪৬৫); আলবানী হাদসিটকিবে 'সহিহ' বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যবে ব্যক্তি বলবে:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আস্‌তাগফরিুল্লাহাল আযীম আল্লাযালা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল হাইয়যুল কাইয়যুম ওয়া আ-তুবু ইলাইহি) তার গুনাহ ক্‌ষমা করে দয়ো হবে; এমনকি সে যদি জিহাদ থেকে পলায়ন করে থাকে তবুও।[সুনানে আবু দাউদ (১৫১৭), সুনানে তরিমযিহি (৩৫৭৭); আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকিবে সহিহ বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "পৃথিবীতে কোন মুসলিমি যদি কোন দয়ো করে আল্লাহ্‌ তাকে তার প্রার্থতি বিষয় দান করেনে কিংবা অনুরূপ কোন মন্দ তার থেকে দূর করে দনে; যতক্‌ষণ পর্যন্ত না সে কোন পাপরে দয়ো করে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নরে দয়ো করে। তখন এক লোক বলল: তাহলে আমরা অধিক দয়ো করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: আল্লাহ্‌ও অধিক দবিনে।"[সুনানে তরিমযিহি (৩৫৭৩); আলবানী হাদসিটকিবে সহিহ বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমরা মুয়াজ্‌জনিকে আযান দতিবে শুনবে তখন মুয়াজ্‌জনি যা যা বলে তোমরাও তা তা বলবে। এরপর আমার উপর দরুদ পড়বে। কেননা যবে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ্‌ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেনে। এরপর আমার জন্য ওসলি প্রার্থনা করবে। ওসলি জান্নাতরে এমন একটি মর্যাদা যা কেবেল আল্লাহ্‌র বান্দাদরে মধ্যবে কেবেল একজন বান্দার জন্য সমীচীন। আমি আশা করছি, আমিহি হব সেই ব্যক্তি। যবে ব্যক্তি আমার জন্য ওসলির প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফায়াতপ্রাপ্তি অবধারতি হয়ে যায়।"[সহিহ মুসলিমি (৩৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "কোন ব্যক্তি আযান শুনবে যদি বলবে:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْفَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ



আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযহিদ্ দাওয়াততি তাম্মাহ, ওয়াস সালাতলি কায়মি। আতি মুহাম্মাদানলি ওসলিতা ওয়াল ফাযলিত; ওয়াব
আছহু মাকামাম মাহমুদানলিলাযি ওয়াদতাহ) তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারতি হয়ে যায়।"[সহিহ বুখারী (৬১৪)]

আরও জানতে দেখুন: 4156 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ আমাদরেকে ও আপনাকে উপকারী ইল্ম ও নকে আমলরে রযিকি দান করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।